



জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে উঠে আসবে ফ্যাসিবাদের বাস্তব চিত্র: প্রধানমন্ত্রী



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও গণতন্ত্রের ইতিহাস তুলে ধরবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, এই জাদুঘরের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের বাস্তব চিত্রও ইতিহাসের অংশ হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে।

বুধবার (৫ আগস্ট) জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের উদ্বোধন শেষে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জুলাই স্মৃতি জাদুঘর শুধু একটি স্থাপনা নয়; এটি দেশের সংগ্রাম, সাহস ও আত্মত্যাগের স্মারক। আগামী প্রজন্ম এখানে এসে অতীতের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ পাবে।

তিনি বলেন, এই জাদুঘর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল গণতন্ত্রকামী মানুষের সম্মিলিত আন্দোলনের ফল, তাই এর ইতিহাসও সবার অংশগ্রহণের ভিত্তিতেই সংরক্ষিত হবে।

জুলাই আন্দোলনে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, তাদের আত্মত্যাগ জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দীর্ঘ সময় ধরে দেশে গুম, হত্যা ও নিপীড়নের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তা দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের প্রত্যাশা বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কার এগিয়ে নিতে সংসদীয় প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের পথে কোনো ধরনের অস্থিতিশীলতা বা বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা দেশের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তাই সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।